তারিখ ...04 NOV 199… ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৭ ...

দৈনিক ইনকিলাব

ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চরম অস্থিরতার মাঝে নিপতিত

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ দর্নীতি ও অনিয়মের অক্টোপাসে বন্দী বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতির হিসাবের খসড়া খোলা হয়েছে এবার দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে। গত ২৫ থেকে ২৭ অক্টোবর দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে বিভিন্ন ফাইল ও

১১-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চরম অস্থিরতার মাঝে নিপতিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নথিপত্র নিয়ে হাজির হওয়ার জন্য ডেকে পাঠানো হয়। এর লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্মে যে অনিয়ম ও আর্থিক বিশৃংখলার পাহাড় গড়ে উঠেছে তা তদন্তের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট ফাইলপত্র ব্যুরোর হাতে তুলে দেয়া ও বিভিন্ন বিষয়ে মৌখিক ব্যাখ্যা প্রদান করা।

এদিকে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে গত বৃহস্পতিবার গাজীপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ঘটে গেছে এক তুলকালাম কাণ্ড। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক প্রফেসর আমিনুল ইসলামের অনুমোদনক্রমেই এসব ফাইল নিয়ে কর্মকর্তারা দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে হাজিরা দিলেও তাদের ক'জনের বিরুদ্ধে বিতাড়ন অভিযান শুরু হয়েছে— বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে দুর্নীতি ব্যুরোতে এই যাওয়াকে কেন্দ্র করে।

বিস্ময়ের বিষয় এই, যে পাঁচজন কর্মকর্তা দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে যান তাদের তিনজনকে এই বিতাড়ন থেকে অব্যাহতি দিয়ে অপর একজনসহ তিনজনকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতির দোসর হিসাবে চিহ্নিত করে এই মহলটি গত বৃহস্পতিবার তাদেরকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে। এদের ভেতর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ছাড়াও অর্থ এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের দুই পরিচালক রয়েছেন বলে জানা গেছে। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতেই গত বৃহস্পতিবার একটি সভা ডাকা হয় এবং তাতে এই বলে অভিযোগ আনা হয় যে, টেলিফোনে কে বা কারা ভিসিকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে না যাওয়ার জন্য হুমকি দিয়েছে। সভায় বক্তাগণ এই তিন কর্মকর্তাকেই ভিসিকে হুমকি দেয়ার জন্য পরোক্ষভাবে অভিযুক্ত করেন এবং আজ রবিবার থেকেই তাদেরকে ক্যাম্পাসে আসতে বাধা দেয়া হবে বলে মৌখিক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। এদিকে এই তিন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ভিসি তার বিশেষ ক্ষমতাবলে সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে পদক্ষেপ নিচ্ছেন বলে প্রকাশ্যে ইংগিত দিয়েছেন বলে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র থেকে জানা গেছে।

বিষয়টি নিয়ে রেজিস্ট্রার-এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি ক্যাম্পাসে "সংকট" চলছে বলে স্বীকার করেন, কিন্তু বিস্তারিত কিছু বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তিনি ভিসির সাথে যোগাযোগের পরামর্শ দেন। ভিসিকে দুইবার টেলিফোনে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি।

একাধিক সূত্র থেকে জানা গেছে, মূলত ভিসির স্বেচ্ছাচারিতা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয়করণ প্রতিষ্ঠার ব্যাপকভিত্তিক উদ্যোগকে কেন্দ্র করেই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এক চরম অস্থিরতার মাঝে নিপতিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভিসি প্রফেসর শমশের আলীকে অপসারিত করে নতুন ভিসিকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তা ছিল সম্পূর্ণ একটি দলীয়ভিত্তিক নিয়োগ আর তাই নতুন ভিসি পরবর্তীতে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়টিকে দলীয়করণের বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নেন। এইসব পদক্ষেপ দ্রুত এতই অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার জন্ম দেয়, যা এখন ক্রমেই 'দুর্নীতির আখড়া' হিসাবেই জাতির সামনে উন্মোচিত হতে শুরু করেছে। পাশাপাশি শিকায় ঝুলতে বসেছে তার "ডিস্টেন্স এডুকেশন প্রোগ্রাম।"

স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী সম্প্রতি সরেজমিন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন শেষে হতাশা ব্যক্ত করেছেন। তার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও দক্ষতা নিয়ে প্রকাশ করেছেন সংশয়, বলেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র।

দুর্নীতি দমন ব্যুরো যে ক'টি অনিয়ম নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে তার একটি হলো উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দুইশ' জন কর্মচারী-কর্মকর্তাকে আত্তীকরণের মাধ্যমে নিম্নপদ থেকে প্রথম শ্রেণীর বিভিন্ন পদে নিয়োগদান। তা করতে যেয়ে প্রধান তিনটি যোগ্যতার ক্ষেত্রে অর্থাৎ বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা— এই তিনটির মধ্য থেকে যেকোন দুইটি শর্তকে শিথিলযোগ্য করা হয়েছে। ১৯৯২ সাল থেকে এই পর্যন্ত প্রায় ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে স্থাপিত ও পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়টি আগামী বছর উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হওয়ার কথা। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক-এর ঋণ দ্বারা পরিচালিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে ইতোমধ্যে দেশের শিক্ষা অনুরাগী মহল ও সরকারের নীতি-নির্ধারকরা নানা অনিশ্চয়তার দোলায় দুলছেন। বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়েই এখন প্রশ্ন ওঠতে শুরু করেছে। পরিবর্তিত পরিবেশে, বিশ্ববিদ্যালয়টিকে নতুন করে রাজনীতিকরণের পটভূমিতে- আদর্শ হারিয়ে গেছে, রাজনীতি গ্রাস করছে প্রতিষ্ঠানটিকে।

রাজস্ব বাজেটে নেয়ার পূর্বক্ষণে প্রায় ২০০ জনের মত কর্মচারী কর্মকর্তাকে এমনকি চাকরির ন্যূনতম যোগ্যতা শিথিল সাপেক্ষে উচ্চপদে আত্তীকরণ সরকারী নিয়ম-নীতির প্রতি এক চরম অবজ্ঞা ছাড়াও নিঃসন্দেহে মারাত্মক অপরাধ। তার সাথে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জাতির সাথে আরো যে প্রহসন করেছে তা হলো এইসব লোকজনকে আত্তীকরণের পরও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে এইসব পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহবান করেছে। জানা গেছে, এই বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে কয়েক হাজার দরখাস্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে জমা পড়েছে। সাথে এসেছে মোটা অংকের ব্যাংক ড্রাফট। লোকই যদি নেয়া হয়ে গেছে তবে কেন এই বিজ্ঞাপন প্রহসন, কেন ড্রাফট নিয়ে বেকার যুবকদের সাথে চাকরি স্থানান্তর ইচ্ছুক চাকুরেদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই 'বিশ্ব নন্দিত' আচরণ। পর্যবেক্ষকদের বিশ্বাস, দুর্নীতি দমন ব্যুরো এই বিষয়টিকেও খতিয়ে দেখবে।

আরো জানা গেছে, প্রায় ৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া সেন্টারে বিভিন্ন সময়ে পুকুর চুরি ঘটেছে। অনেকের ধারণা চার থেকে পাঁচ কোটি টাকার জিনিসপত্রের হদিস পাওয়া যাচ্ছে না ইদানীং। মিডিয়া সেন্টারের জন্য আমদানীকৃত টিভি, ক্যামেরা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি চট্টগ্রাম বন্দর থেকেই চুরি গেছে, আর তার শেকড় রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অভ্যন্তরেই। পুকুর চুরি, অনিয়ম ও দুর্নীতি আগে ঘটেছে নির্মাণ বিভাগে, মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিভাগে। অর্থ বিভাগ এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগেও টাকা-পয়সার হিসাবের মিল নেই। দুর্নীতি দমন বিভাগ এইসব জেনে-শুনেই দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের পর হাত দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের গভীর তলদেশে।

ভিসির আর্থিক স্বেচ্ছাচারিতার আর একটি পদক্ষেপের বর্ণনা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি সূত্র বলেছে, কর্মকর্তাদের ট্রেনিং-এর নামে তিনি গত আট থেকে দশ মাসে প্রায় দেড় শতাধিক কর্মকর্তাকে এক সপ্তাহ থেকে ৬ মাসের বিভিন্ন মেয়াদে বিদেশ পাঠিয়েছেন। এই উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের খরচ হয়েছে ১২ থেকে ১৪ কোটি টাকা। বিভিন্ন পদে প্রায় ২শ' কর্মচারী-কর্মকর্তার আত্তীকরণ, বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদির মাধ্যমে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে দলীয়করণের এই বিরাট মহড়া; ভিসির ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা অর্জনের চড়ামূল্যের এক কর্মসূচী। ফলে স্বার্থান্বেষী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ভিসিকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়ে উঠেছে একটি শক্তিশালী শিবিরে। সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তাই বিতাড়নের লক্ষ্যে শুরু হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বেপরোয়া কর্মসূচী। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক-এর ঋণের বোঝা ঝুলছে সারা জাতির ঘাড়ে, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়টি হারিয়ে যাচ্ছে দুর্নীতির অতল গহবরে। শুধুমাত্র দুর্নীতি দমন ব্যুরোই এই মুহূর্তে প্রতিষ্ঠানটিকে ফিরিয়ে আনতে পারে আলোর পথে— এই মন্তব্য আজ অনেকেরই।